PRINT

সমকাল

ছাত্রলীগের তাণ্ডব এমসি কলেজে

বসন্ত উৎসব পণ্ড, সাংবাদিকসহ আহত ৪, বইমেলা স্থগিত

১০ ঘণ্টা আগে

সিলেট ব্যুরো

সিলেটের ঐতিহ্যবাহী মুরারীচাঁদ (এমসি) কলেজে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে সন্ত্রাসীদের তাণ্ডবে বসন্ত উৎসব পণ্ড হয়েছে। গতকাল সোমবার সাংস্কৃতিক সংগঠন মোহনার উদ্যোগে কলেজ অডিটোরিয়ামের সামনে এ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। এ ঘটনার পর কলেজ কর্তৃপক্ষ একুশের বইমেলাও স্থগিত করেছে। কবিতা পরিষদের উদ্যোগে ২০-২২ ফেব্রুয়ারি কলেজে এ বইমেলা হওয়ার কথা ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শীদের ভাষ্য অনুযায়ী, অনুষ্ঠান মঞ্চের সামনে বসা নিয়ে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের নেতাকর্মীদের বাকবিতণ্ডা

থেকে এ সংঘর্ষ হয়েছে। তবে এমসি কলেজে ছাত্রলীগের কোনো কমিটি নেই বলে জানিয়েছেন মহানগর ছাত্রলীগের সদ্য বিলুপ্ত কমিটির সভাপতি আবদুল বাছিত রুম্মান। এ সময় সমকালের ফটোসাংবাদিক ইউসুফ আলীসহ কয়েকজন সংঘর্ষের ছবি ও ফুটেজ সংগ্রহ করতে গেলে সন্ত্রাসীরা তাদের মারধর করে ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালায়।

আহত ইউসুফ আলীসহ চারজন সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। এদিকে বইমেলা স্থগিত হওয়ায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের ক্ষুব্ধ হতে দেখা গেছে।

অভিযোগ, এর আগেও ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ বিরোধের জের হিসেবে এমসি কলেজে অনেক সংঘর্ষ হয়েছে এবং প্রশাসন এ ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, সিলেট জেলা ও মহানগর আওয়ামী লীগের নেতাদের প্রকাশ্য মদদেই ছাত্রলীগ পরিচয়ে সন্ত্রাসীরা কলেজ-সংলগ্ন টিলাগড় এলাকায় প্রকাশ্যে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে মহড়া দিয়ে থাকে।

গতকালও ছাত্রলীগ পরিচয়ে প্রকাশ্যে দুটি পক্ষ দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসে সংঘর্ষে জড়ালেও সেখানে উপস্থিত পুলিশ কোনো পদক্ষেপ নেয়নি। সংঘর্ষের পর কলেজ কর্তৃপক্ষ দুঃখ প্রকাশ করে সাংবাদিকদের কাছে ঘটনার তদন্ত করার আশ্বাস দিয়েছেন। এমসি কলেজের অধ্যক্ষ নিতাই চন্দ্র চন্দের উপস্থিতিতে উপাধ্যক্ষ সালেহ আহমদ এই আশ্বাস দেন।

কয়েক বছরের ধারাবাহিকতায় গতকাল সকাল ১০টায় মোহনা সাংস্কৃতিক সংগঠনের উদ্যোগে কলেজে বসন্ত উৎসবের উদ্বোধন হয়। সকাল সাড়ে ১১টার দিকে উৎসব চলার সময় এমসি কলেজ ও সিলেট সরকারি কলেজ ছাত্রলীগ নেতাকর্মী পরিচয়ে কয়েকজন মঞ্চের সামনে বসা নিয়ে বাকবিতণ্ডায় জড়ান। একপর্যায়ে দুই পক্ষের সন্ত্রাসীরা লাঠি, পাইপ ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ায় জড়িয়ে পড়ে। সংঘর্ষের ছবি তুলতে গিয়ে হামলার শিকার হন সমকালের ফটোসাংবাদিক ইউসুফ আলী, দৈনিক জাগরণের ফটোসাংবাদিক মিঠু দাস জয়, ভোরের কাগজের অসমিত অভি ও অনলাইন টেলিভিশন সিলটিভি ডটকমের ক্যামেরাপারসন কাউসার আহমদ। ছাত্রলীগের কয়েকজনও এ ঘটনায় আহত হয়েছেন।

ভোরের কাগজের অসমিত অভি সমকালকে বলেন, সংঘর্ষ শুরু হলে উপস্থিত সাংবাদিকরা ছবি ও ভিডিও করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় জাগরণের মিঠু দাস জয় একটু এগিয়ে গেলে তার ওপর চড়াও হয় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। অন্যরা এগিয়ে গেলে কাউসার আহমদকে বেধড়ক মারধর করা হয় এবং ইউসুফ আলীকে মেরে ক্যামেরা ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করা হয়। জাগরণের মিঠু দাস জয় সমকালকে বলেন, তারা মারধর করে তার ক্যামেরাও ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। তবে সবার উপস্থিতিতে তারা ক্যামেরা ছিনিয়ে নিতে ব্যর্থ হয়।

এ ঘটনার পর সাংবাদিক নেতারা এমসি কলেজের অধ্যক্ষ নিতাই চন্দ্র চন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে পুরো বিষয়টি জানান। এ সময় অসুস্থতার জন্য অধ্যক্ষ কথা বলতে না পারায় উপাধ্যক্ষ সালেহ আহমদ বলেন, এই ঘটনার তদন্তে তিন সদস্যের কমিটি করা হবে। বিকেলে তিনি সমকালকে বলেন, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক তোফায়েল আহমদকে প্রধান করে তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি করা হয়েছে। এতে সদস্য হিসেবে রয়েছেন গণিতের প্রবীর রায় ও বাংলার বিলাল উদ্দিন। তাদের সাত কার্য দিবসের মধ্যে প্রতিবেদন জমা দিতে বলা হয়েছে। নতুন কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়াতে

একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষে কবিতা পরিষদের বইমেলা স্থগিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

এদিকে কলেজ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এ সংঘর্ষে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরাই জড়িত ছিল। যদিও তাদের নামপরিচয় নিশ্চিত করতে পারেননি উপাধাক্ষ্য। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, এমসি কলেজের হোসাইন ও সরকারি কলেজের নাজমুল নামে ছাত্রলীগের দু'জনের নেতৃত্বে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ সময় ছাত্রলীগের কয়েকজন কর্মী সাংবাদিকদের মারধর করে। শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে বসন্ত উৎসব অনুষ্ঠানের বাকি আয়োজন বাতিল করে দেওয়া হয় বলে জানান উপাধ্যক্ষ। শাহপরান থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আখতার হোসেন সমকালকে বলেন, অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েনের পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে।

এমসি কলেজে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে কয়েক বছরে ছাত্রলীগের তিনজন খুন হয়েছেন। বিচার বিভাগীয় তদন্তে ছাত্রাবাসে অগ্নিসংযোগের ঘটনায় ছাত্রলীগের কয়েকজনের বিচার শুরু হলেও ক্ষমতাসীন দলের কয়েকজন নেতার ইন্ধনে বাকি ঘটনাগুলো চাপা পড়ে গেছে। অভ্যন্তরীণ বিরোধের জেরে প্রায় আট বছরেও কলেজে ছাত্রলীগের কমিটি করা যায়নি বলে জানিয়েছেন মহানগর ছাত্রলীগের এক নেতা।

সাংবাদিক নেতাদের নিন্দা :বাংলাদেশ ফটোজার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সিলেট বিভাগীয় কমিটির ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক, সমকালের ফটোসাংবাদিক ইউসুফ আলীসহ চারজন সাংবাদিকের ওপর হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন বাংলাদেশ ফটোজার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সিলেট বিভাগীয় কমিটি। এক বিবৃতিতে অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি আব্দুল বাতিন ফয়সল ও সাধারণ সম্পাদক শংকর দাস বলেন, পেশাগত দায়িত্বপালনকালে সাংবাদিকদের ওপর হামলা অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। তারা হামলাকারীদের অবিলম্বে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান। এদিকে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে 'বহিরাগত ছাত্রলীগ নেতাকর্মী'দের হামলায় চার সাংবাদিক আহত হওয়ার ঘটনায় নিন্দা জানিয়েছেন এমসি কলেজ রিপোর্টার্স ইউনিটির সভাপতি সোহেল আহমদ ও সাধারণ সম্পাদক আজহার উদ্দিন শিমুল।

© সমকাল 2005 - 2019

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : মুস্তাফিজ শফি । প্রকাশক : এ কে আজাদ

টাইমস মিডিয়া ভবন (৫ম তলা) | ৩৮৭ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৫৫০২৯৮৩২-৩৮ | বিজ্ঞাপন : +৮৮০১৯১১০৩০৫৫৭ (প্রিন্ট পত্রিকা), +৮৮০১৮১৫৫৫২৯৯৭ (অনলাইন) । ইমেইল: ad.samakalonline@outlook.com